বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ি, কুমিল্লা

শুদ্ধাচার কর্মকৌশল ২০২২-২০২৩ অনুযায়ী আয়োজিত অংশীজনের ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী

তারিখ: ২২ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
সময়: সকাল ১১:৩০ মিঃ
স্থান: কনফারেন্স হল-১, বার্ড

সভাপতিঃ জনাব হারুন -অর-রশিদ মোল্লা, মহাপরিচালক, বার্ড।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বার্ডের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ অনুযায়ী ২২/০৫/২০২৩ তারিখ সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় একাডেমির কনফারেন্স হল-১ এ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি সভা (Stakeholders Meeting) অনুষ্ঠিত হয়। মহাপরিচালক, বার্ড এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বার্ডে গঠিত নৈতিকতা কমিটির সভাপতি জনাব হারুন-অর-রশিদ মোল্লা উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। একাডেমির ৯টি বিভাগের পরিচালকগণ, আমন্ত্রিত অংশীজন, বার্ডের হোস্টেল শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, শুদ্ধাচার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম এর সাথে সংশ্লিষ্ট অনুষদ সদস্যগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও বার্ডে চলমান দুটি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী প্রতিনিধিগণ উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ক) সূচনা বক্তব্য:

সভার শুরুতেই নৈতিকতা কমিটির পক্ষে বার্ডের প্রকল্প বিভাগের সম্মানিত পরিচালক, জনাব রঞ্জন কুমার গুহ সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে ব্যক্তি পর্যায়ে নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বর্তমানে সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার চর্চার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সেই লক্ষে সরকার প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উদ্ভাবন করেছে। শুদ্ধাচার চর্চাও বার্ষিক কর্মসম্পাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, শুদ্ধাচার কর্মকৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এই অংশীজন সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই অংশীজন সভায় বার্ডের অন্যতম সেবা সরবরাহকারী হোস্টেল শাখাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, অংশীজন সভার মতামতের আলোকে বার্ড তাঁর সেবা সরবরাহের উন্নয়ন ঘটাতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাই তিনি সকলকে সেবা সরবরাহের উন্নয়ন ঘটাতে মূল্যবান মতামত প্রদানের আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি অংশীজন সভার সফলতা কামনা করে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

খ) বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা:

সূচনা বক্তব্যের পর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার, উদ্ভাবনী কার্যক্রম এবং শুদ্ধাচার ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট টিম লিডার/ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যসহ উপস্থাপনা প্রদান করেন। উপস্থাপনা শেষে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

গ) উন্মুক্ত আলোচনা:

সূচনা বক্তব্য এবং বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার পর উপস্থিত অংশীজন, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং সংশ্লিষ্টগণ উন্মুক্ত আলোচনায় মতামত প্রদান করেন। আলোচনায় উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, শুদ্ধাচার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সেসকল প্রশ্নের উত্তর দেন। উন্মুক্ত আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- বার্ডের ১৫৯তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ডাঃ উম্মে হাবিবা জুই বার্ডের হোস্টেল ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, বার্ডে প্রশিক্ষণে আগমনের প্রথম থেকেই প্রশিক্ষণার্থীগণ হোস্টেলে নিজেদের নিরাপদ মনে করেছেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ বার্ড ক্যাম্পাসে অবস্থানকালীন সময়ে কোন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেনি বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বার্ডের ক্যাফেটেরিয়ার খাবারের মান ভালো, তবে খাবারের মেন্যুতে কিছু বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাছাড়া, হোস্টেলের ওয়াই ফাই সংযোগের গতি বাড়ানো প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

- বার্ডের ১৬০তম প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ডাঃ তাসমিয়া শারমিন বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মতামত দেন। তিনি প্রশিক্ষণ কোর্সটি ২ মাসের পরিবর্তে ৪ মাস ব্যাপী সময়ে আয়োজনের বিষয়ে মতামত দেন। একই সাথে তিনি প্রশিক্ষণার্থীগণের জন্য সুইমিং পুল ব্যবহারের সময় বৃদ্ধির অনুরোধ জানান। তিনি সপ্তাহে ২ দিনের পরিবর্তে ৪/৫ দিন সুইমিং পুল ব্যবহারের সুযোগ রাখর বিষয়ে মতামত দেন। তিনি সকল প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের কারিকুলাম একই হওয়া প্রয়োজন বলে মতামত দেন। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে সরকারি বিভিন্ন আইনের পাশাপাশি চিকিৎসা ও ঔষধ প্রশাসন সংক্রান্ত আইন বিষয় সেশনে অন্তর্ভুক্তির জন্য তিনি মতামত দেন।

- বার্ডের ১৫৯তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ডাঃ জিহাদুল ইসলাম বার্ডের ক্রিড়া ও বিনোদন কেন্দ্রে নিরাপত্তা বাড়ানোর বিষয়ে মতামত দেন। তিনি বলেন, ক্রীড়া ও বিনোদন কেন্দ্রে বৈকালিক খেলা চলার সময় বহিরাগত যাতে আসতে না পারে তা নিশ্চিত করার অনুরোধ জানান। তিনি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে সরকারি চাকুরী আইন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাক্টিকেল সেশন পরিচালনার অনুরোধ জানান। একই সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা পরিচালনার বিষয়ে অভিজ্ঞ অতিথি বক্তার মাধ্যমে সেশন পরিচালনার অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসক কর্মকর্তাগণের জন্য খাবার টেবিল ম্যানার জানা জরুরী। এ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে হাতে কলমে সেশন পরিচালনার উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে তিনি মত প্রকাশ করেন।

- বার্ডের ১৬০তম প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ডাঃ গোলাম রাব্বানি ৮নং হোস্টেলের লিফটটি ২৪ ঘন্টা চালু রাখার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন। সে ক্ষেত্রে একজন দক্ষ কর্মচারীকে লিফটির সার্বক্ষণিক দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানান।

- জনাব আশিস কুমার পাল, সেকশন অফিসার (হোস্টেল) হোস্টেলের জন্য জরুরী ক্রয় সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়ে মতামত দেন। হোস্টেলের জন্য জরুরী ক্রয় কার্য সম্পাদনে বিলম্ব হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

- ড. শিশির কুমার মুন্সী, পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) অংশীজন সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা মনিটর করার বিষয়ে মত দেন।

(ঘ) সভাপতির বক্তব্য:

অংশীজন সভার সভাপতি ও বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, চিকিৎসকগণকে মাঠ পর্যায়ে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। সে ক্ষেত্রে, তাঁদের অনেক নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করতে হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি চিকিৎসক কর্মকর্তাগণকে সরকারের বিভিন্ন আইন কানুন ভালোভাবে রপ্ত করার অনুরোধ জানান। একই সাথে, তাঁদের সাঁতার ও ড্রাইভিং শিখা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ড্রাইভিং শিখার উদ্যোগ নেয়ার জন্য তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের কিভাবে তদন্ত প্রতিবেদন ও বিভিন্ন দাপ্তরিক রিপোর্ট লিখতে হয় তা শিখতে হবে। চিকিৎসক কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন প্রতিকুল পরিবেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পরিশেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(জোনায়েদ রহিম)
যুগ্ম-পরিচালক এবং শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট

(মোঃ হারন-অর-রশিদ মোল্লা)
মহাপরিচালক, বার্ড এবং
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি

বিতরণ

১. পরিচালক (সকল), বার্ড।
২. নৈতিকতা কমিটির সকল সদস্য
৩. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বার্ড;
৪. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী-মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য;
৫. অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী-অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য;
৬. অফিস কপি।